বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক
প্রধান কার্যালয়
৮৩-৮৫, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা।
ক্রেডিট বিভাগ
E-mail: dgmlad1@krishibank.org.bd

নং-বিকেবি-প্রকা/ক্রেঃবিঃ-শাখা-৪(এসএমই)-৭(৯)/২০২০-২০২১/ ২২৭৫(২২৫০) তারিখঃ ২৪/০৩/২০২১

মহাব্যবস্থাপক
সকল বিভাগীয় কার্যালয়/স্থানীয় মুখ্য কার্যালয়
সকল মুখ্য আঞ্চলিক/আঞ্চলিক ব্যবস্থাপক, মুখ্য আঞ্চলিক/আঞ্চলিক কার্যালয়,
সকল শাখা ব্যবস্থাপক (মুখ্য আঞ্চলিক/আঞ্চলিক ব্যবস্থাপকের মাধ্যমে)
বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক।

বিষয় ঃ নারী উদ্যোক্তা অর্থায়নে ব্যাংকের অবদান প্রসংগে।

প্রিয় মহোদয়,

উপর্যুক্ত বিষয়ে ০৫/০৩/২০২১ তারিখের বণিক বার্তায় প্রকাশিত ব্র্যাকের গবেষণাধর্মী রিপোর্টের প্রতি সদয় দৃষ্টি আকর্ষণ করা যাচ্ছে (কপি সংযুক্ত)।

০২। বণিক বার্তায় প্রকাশিত রিপোর্টে নারী উদ্যোক্তাদের ব্যবসায়িক কাজে অধিকতর আর্থিক সহায়তা প্রদান এবং নতুন নারী উদ্যোক্তা তৈরির বিষয়ে নানাবিধ তথ্য প্রকাশিত হয়েছে। তন্মধ্যে নতুন নারী উদ্যোক্তাদের ঋণ দেয়ার জন্য বাংলাদেশ ব্যাংকের নির্দেশনার বিষয়টিও উল্লেখ করা হয়েছে। বাংলাদেশ ব্যাংকের এসএমই এন্ড স্পেশাল প্রোগ্রামস্ বিভাগের মাস্টার সার্কুলার নং ২/২০১৯ ,তারিখ ০৫/০৯/২০১৯ মূলে প্রতিটি শাখার আওতাধীন এলাকায় ন্যূনতম ০৩ (তিন) জন সম্ভাবনাময় নারী উদ্যোক্তাকে (যারা ইতঃপূর্বে কোন ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠান থেকে ঋণ গ্রহণ করেননি) খুঁজে বের করে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ প্রদানপূর্বক আবশ্যিকভাবে ন্যূনতম ০১ (এক) জনকে সকল নিয়মাচার পরিপালন পূর্বক এসএমই'র আওতায় ঋণ প্রদানের জন্য নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে।

০৩। বাংলাদেশ ব্যাংকের উল্লেখিত সার্কুলার মোতাবেক অত্র ব্যাংকের প্রধান কার্যালয়সহ বিভাগীয় কার্যালয় ও মুখ্য আঞ্চলিক/ আঞ্চলিক কার্যালয়সমূহে Women Entrepreneur's Development Unit (নারী উদ্যোক্তা উন্নয়ন ইউনিট) চালু রয়েছে। এছাড়া, প্রতিটি শাখায় Women Entrepreneur's Dedicated Desk এর কার্যক্রম চলমান রয়েছে। শাখা পর্যায়ে স্থাপিত Women Entrepreneur's Dedicated Desk এ প্রশিক্ষিত নারী কর্মকর্তা নিয়োজিত করার বিষয়টি অগ্রাধিকার ভিত্তিতে বিবেচনা করা যেতে পারে। ডেস্কের দৃশ্যমান স্থানে Women Entrepreneur's Dedicated Desk নামীয় একটি ফলক স্থাপিত রয়েছে। উক্ত ডেস্ক হতে সম্ভাব্য ও নতুন নারী উদ্যোক্তাদের ব্যাংকিং সেবা ও পরামর্শ দিতে হবে। মুখ্য আঞ্চলিক/ আঞ্চলিক কার্যালয়সমূহে স্থাপিত Women Entrepreneur's Development Unit (নারী উদ্যোক্তা উন্নয়ন ইউনিট) শাখা পর্যায়ে Women Entrepreneur's Dedicated Desk সমূহের কার্যক্রম মনিটরিং করবে।

০৪। ২০২০-২০২১ অর্থবছরে অত্র ব্যাংকের এসএমই ঋণ বিতরণ লক্ষ্যমাত্রা ৩৫০০.০০ কোটি টাকা নির্ধারণ করা হয়েছে। তন্মধ্যে নারী উদ্যোক্তাদের জন্য ৫২৫.০০ কোটি টাকা বার্ষিক লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করে মাঠ কার্যালয়ে পত্র জারী করা হয়েছে। এমতাবস্থায়, অত্র ব্যাংক কর্তৃক জারীকৃত এসএমই ঋণ নীতিমালা (পরিকল্পনা ও পরিচালন (প্রবাবি) পরিপত্র নং - ২৬/২০১০ তারিখ ৩০/১১/২০১০), বাংলাদেশ ব্যাংকের এসএমই এন্ড স্পেশাল প্রোগ্রামস্ বিভাগের মাস্টার সার্কুলার নং ২/২০১৯, তারিখ ০৫/০৯/২০১৯ এবং সময়ে সময়ে জারীকৃত এ সংক্রান্ত নির্দেশনা যথাযথভাবে অনুসরণপূর্বক নারী উদ্যোক্তা খাতে প্রদত্ত লক্ষ্যমাত্রা ১০০% অর্জনের জন্য পরামর্শ দেয়া হলো।

অনুমোদনক্রমে-

আপনার বিশ্বস্ত
২৪/০৩/২০২১
(মোহাম্মদ মঈনুল ইসলাম)
উপ মহাব্যবস্থাপক
ফোনঃ ৯৫৫০৪০৩

নং-বিকেবি-প্রকা/ক্রেঃবিঃ-শাখা-৪(এসএমই)-৭(৯)/২০২০-২০২১/ ২২৭৫(২২৫০) তারিখ ঃ ঐ

সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুলিপি প্রেরণ করা হলোঃ

০১। ষ্টাফ অফিসার, চেয়ারম্যান মহোদয়ের সচিবালয়, বিকেবি, প্রকা, ঢাকা।
০২। চীফ ষ্টাফ অফিসার, ব্যবস্থাপনা পরিচালক মহোদয়ের সচিবালয়, বিকেবি, প্রকা, ঢাকা।
০৩। ষ্টাফ অফিসার, উপ-ব্যবস্থপনা পরিচালক-১,২,৩ মহোদয়ের সচিবালয়, বিকেবি, প্রকা, ঢাকা।
০৪। ষ্টাফ অফিসার, সকল মহাব্যবস্থাপক, বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক।
০৫। উপ- মহাব্যবস্থাপক, আইসিটি সিস্টেমস্ বিভাগ, বিকেবি, প্রকা, ঢাকা (পত্রখানি ব্যাংকের অফিসিয়াল ওয়েবসাইটে আপলোড করার জন্য অনুরোধ করা হলো)।
০৬। নথি/অফিস নথি।

২৪/০৩/২০২১
(মুহাম্মদ মোশাররফ হোসেন)
সহকারী মহাব্যবস্থাপক

ডকেট নং ৫০৭
তারিখ: ২৮.০৩.২০২১

বণিক-বার্তা

মার্চ ০৫, ২০২১
ব্র্যাকের গবেষণা , সাইদ শাহীন

নারী উদ্যোক্তা অর্থায়নে ব্যাংকের অবদান ২৩%

নারী উদ্যোক্তা তৈরিতে এখনো কার্যকর উদ্যোগে পিছিয়ে রয়েছে ব্যাংকিং খাত। এক্ষেত্রে অর্থায়নের উৎস হিসেবে ব্যাংকের অবদান মাত্র ২৩ শতাংশ। সেখানে অর্ধেকের বেশি আসছে উচ্চসুদের বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থার (এনজিও) ঋণ। এছাড়া পরিবার ও ব্যক্তিনির্ভরতার মাধ্যমে আসছে অর্থায়নের বড় অংশ। ব্যবসা শুরুর ক্ষেত্রেই এ ধরনের অপ্রাতিষ্ঠানিক উৎস ও ঝুঁকিপূর্ণ অর্থায়ন টেকসই হতে বাধাগ্রস্ত করছে। সম্প্রতি বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা ব্র্যাক দেশের নারীদের উদ্যোক্তা তৈরি পরিস্থিতি ও অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতের শ্রমজীবী মানুষের ওপর গবেষণা কার্যক্রম চালায়। 'সিচুয়েশন অব উইমেন সিএসএমই এন্ট্রাপ্রেনিউরস অ্যান্ড ইনফরমাল সেক্টর ওয়ার্কার্স' শীর্ষক গবেষণা প্রতিবেদনে এসব তথ্য উঠে এসেছে। দেশের আটটি বিভাগের ২৮ জেলায় প্রায় ১ হাজার ৫৮৯ জন নারী উদ্যোক্তা ও শ্রমিকের ওপর জরিপ কার্য পরিচালনা করা হয়। গবেষণায় ১০ খাতের উদ্যোক্তাদের মতামত নেয়া হয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে গার্মেন্টস ও অ্যাকসেসরিজ, বিউটি পার্লার, কৃষি, টেইলারিং, রিটেইল শপ, আইটি/ইলেকট্রনিকস/সফটওয়্যার, পাট ও হ্যান্ডিক্রাফটস, স্বাস্থ্যবিষয়ক পণ্য এবং অনলাইন বিজনেস।

গবেষণায় দেখা গেছে, নারীরা কটেজ, মাইক্রো, ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোগের ক্ষেত্রে ব্যাংক থেকে ঋণ নিয়েছেন। সেখানে অর্থায়নের উৎস হিসেবে এনজিওগুলোর অবদান ৪৯ শতাংশ। এর পরই ব্যক্তিগত সঞ্চয় থেকে আসছে ৪৪ দশমিক ৭ শতাংশ, পারিবারিক উৎস থেকে ২৭ দশমিক ৭ শতাংশ। ব্যাংকের সাধারণ ঋণের খাত থেকে নারীদের চাহিদা পূরণ হচ্ছে ১৩ শতাংশ এবং ব্যাংকের নারী উদ্যোক্তা ঋণ খাত থেকে আসছে আরো প্রায় ১০ শতাংশ। ফলে নারী উদ্যোক্তা তৈরিতে ব্যাংকের অর্থায়ন অবদান মাত্র ২৩ শতাংশ। পাশাপাশি আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধুদের কাছ থেকে আসছে ১০ শতাংশ। অন্যান্য ব্যবসায়িক খাত বা আয়ের উৎস থেকে ৬ শতাংশ এবং অন্যান্য খাত থেকে আসছে প্রায় ১ শতাংশ অর্থায়ন। যদিও বাংলাদেশ ব্যাংকের পক্ষ থেকে বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোর প্রতি নতুন নতুন উদ্যোক্তা সৃষ্টি করার ক্ষেত্রে নির্দেশনা রয়েছে। এছাড়া ব্যাংকগুলোর প্রত্যেকটি শাখাকে নতুন নারী উদ্যোক্তাকে ঋণ দেয়ার জন্য বাংলাদেশ ব্যাংকের পক্ষ থেকে নির্দেশনা দেয়া হয়েছে। নারী উদ্যোক্তাদের বিশেষ ক্ষেত্রে ২৫ লাখ টাকা পর্যন্ত জামানত ছাড়াই ঋণ দেয়ার সুযোগ প্রদান করা হয়েছে। তবে সেসব সুযোগ সঠিকভাবে বাস্তবায়ন না হওয়ায় নারী উদ্যোক্তা তৈরিতে ব্যাংকিং খাত জনপ্রিয় হয়নি।

গবেষণায় আরো দেখা গেছে, ব্যাংকগুলোর অর্থায়নের ক্ষেত্রে সবচেয়ে আগ্রহের জায়গা হলো মাঝারি উদ্যোগ। তবে কটেজ ও ক্ষুদ্র উদ্যোগে অর্থায়ন খুবই কম। ফলে ছোট এসব ব্যবসা করার ক্ষেত্রে উচ্চসুদে ঋণ ও পারিবারিক উৎসের ওপর নির্ভর করতে হয়। এসব ব্যবসা টেকসই করাটাও কষ্টকর হয়, যার প্রভাব দেখা গেছে করোনাকালে। অনেকের ব্যবসা বন্ধ রাখতে হয়েছে কিংবা কোনো ধরনের আয় ছিল না। ফলে তারা অনেকেই ঋণগ্রস্ত হয়ে পড়েছেন। তাই বিশেষজ্ঞরা বলছেন, যেসব নারী শিক্ষিত ও প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত তাদের জামানত ছাড়াই ঋণ দেয়া দরকার। কারণ শিক্ষা ও প্রশিক্ষণকে ব্যাংক এক্ষেত্রে জামানত হিসেবে বিবেচনা করতে পারে। নারীরা যদি উদ্যোক্তা হয়, তাহলে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এসডিজি) অর্জন সহজ হবে। নারীরা সাধারণত বাসায় থেকেই ব্যবসা পরিচালনা করতে পছন্দ করেন। এ কারণে ট্রেড লাইসেন্স পাওয়ার ক্ষেত্রে নারী উদ্যোক্তারা প্রতিবন্ধকতার শিকার হচ্ছেন। লাইসেন্স নিতে হয়রানির কারণে অনেক নারী ব্যাংক থেকে ঋণ পাওয়া থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন। এ সমস্যা থেকে উত্তরণের জন্য নারীদের ঋণ ও ট্রেড লাইসেন্স পাওয়ার প্রক্রিয়াটি সহজ করা দরকার।

এ বিষয়ে জনতা ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক মো. আব্দুছ ছালাম আজাদ বণিক বার্তাকে বলেন, নারীদের উদ্যোক্তা হিসেবে গড়ে তুলতে জনতা ব্যাংকের সব ধরনের চেষ্টা অব্যাহত রয়েছে। যে মাত্রায় নারী উদ্যোক্তাদের কাছে ঋণ যাচ্ছে, সেটি মোটেও প্রত্যাশিত নয়। নারী উদ্যোক্তা তৈরিতে এখনো ব্যাংকগুলো সেভাবে এগিয়ে আসছে না। এজন্য সচেতনতা বাড়ানোর পাশাপাশি অর্থায়ন সুযোগ বৃদ্ধি করছি। জানা গেছে, বাংলাদেশের বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোর মাধ্যমে গড়ে ৮-১০ লাখ কোটি টাকার ঋণ বিতরণ করা হয়। এসব ঋণের মধ্যে নারীরা পান মাত্র ১ শতাংশের কাছাকাছি। নারীদের আর্থিকভাবে স্বাবলম্বী করে গড়ে তোলার ক্ষেত্রে ব্যাংকগুলোর নেতিবাচক মনোভাব বড় প্রতিবন্ধকতা হিসেবে দেখছেন উদ্যোক্তারা। কিছু ক্ষেত্রে বাংলাদেশ ব্যাংকসহ বিভিন্ন সংস্থার চাপের কারণে ব্যাংকাররা দায়সারাভাবে নারীদের কিছু ঋণ দেন। নানা শর্তের বেড়াজাল ও হয়রানির কারণে নারীরা ব্যাংক থেকে ঋণ নিতে ভয় পান। বড় ঋণ না পাওয়ায় আধুনিকতার এ যুগেও নারীরা এসএমই খাতে সীমাবদ্ধ থাকছেন।

এ বিষয়ে উইমেন এন্ট্রাপ্রেনিউর অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশের (ওয়েব) সভাপতি নাসরিন ফাতেমা আউয়াল বণিক বার্তাকে বলেন, ব্যাংকগুলোর নারী উদ্যোক্তাদের দেয়া বেশির ভাগ ঋণই পরিচিতজন কিংবা নিয়ন্ত্রিত মাধ্যমেই দেয়া হচ্ছে। নারী উদ্যোক্তা তৈরি করতে হলে ব্যাংকারদের সহনশীলতা বাড়ানো এবং পদ্ধতিগত পরিবর্তন দরকার। নারীরা ব্যবসা করতে পারবেন না—এমন ধারণা থেকে ব্যাংক কর্মকর্তারা বেরিয়ে আসতে পারলে তবেই দেশের নারীরা উদ্যোক্তা হওয়ার জন্য এগিয়ে আসবেন। নারী উদ্যোক্তা তৈরিতে ব্যাংকগুলোকে উৎসাহিত করতে বাংলাদেশ ব্যাংকের আরো দক্ষতা দেখাতে হবে। কেননা এটা মনে রাখতে হবে, নারী উদ্যোক্তাদের খেলাপি হওয়ার হার নেই বললেই চলে। করোনা মহামারীতে ব্যাংক অর্থায়ন না পেলে নারীদের সামনের দিনে ঘুরে দাঁড়ানো বেশ কঠিন হবে। এ পরিস্থিতিতে পারিবারিক অর্থায়নও বেশ ঝুঁকি তৈরি করবে। কেননা অর্থায়ন সংকটে পরিবারের অরথ ফেরত চাইতে পারে। ফলে সেই অরথ ফেরত দিতে হলে ব্যবসা বন্ধ করতে হবে।